

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-37 19 November 2026 ◆ Thursday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



অসমের উন্নয়নে কেন্দ্রের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস নির্মলার

দিল্লিতে বৈঠক হিমন্তের, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা

গুয়াহাটি : অসমের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং রাজ্যের চলমান উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে কেন্দ্রের সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৈঠকে বিশ্ব অর্থনীতির অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের আর্থিক অগ্রগতি, অসমের অর্থনৈতিক সাফল্য এবং রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কেন্দ্রের সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিশ্বজুড়ে নানা অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতের ধারাবাহিক আর্থিক সাফল্য দেশের নেতৃত্বের সক্ষমতা ও দৃঢ়তার পরিচয় বহন করছে। এই পরিস্থিতিতে অসমের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বজায়



রাখা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কেন্দ্রের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নির্মলা সীতারমনের ভূমিকার প্রশংসা করে হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, অসমের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ধারাবাহিক সমর্থন রাজ্যের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে সক্রিয় সহযোগিতা রাজ্যের অগ্রগতির পথকে আরও সুগম করছে। অসমের উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলিতে সহযোগিতার জন্য অর্থমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে, রাজ্যের উন্নয়নের নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে অসম সরকারকে কেন্দ্রের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন নির্মলা সীতারমন। রাজ্যের উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্র পাশে থাকবে বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সহযোগিতা অসমের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বৈঠক বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। তবে বৈঠকে কোনও নির্দিষ্ট আর্থিক বরাদ্দ বা নতুন প্রকল্প ঘোষণার কথা জানানো হয়নি।

লঙ্কিং স্টেশনে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

লঙ্কিং : অসমের লঙ্কিং রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল রেল পুলিশ। এই ঘটনায় এক মহিলা-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম অভিজিৎ দেব ও অনামিকা দেব। দু'জনেই ত্রিপুরার আগরতলার বাসিন্দা।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগরতলা-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালানোর সময় সন্দেহভাজন গাঁজার চালানটি উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থল থেকেই দু'জনকে আটক করেন পুলিশকর্মীরা। পরে তাঁদের গ্রেফতার করে হেফাজতে নেওয়া হয়।

উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ প্রায় ২৫ কেজি। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং কোথায় মাদক সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে রেল পুলিশ। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

'আকভানে'র প্রভাবে বৃষ্টিতে ভাসবে বাংলা

শুক্রবার স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পূর্বাভাস

কলকাতা : শক্তি কমে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে 'আকভান'। শুক্রবার দুপুরে ওড়িশার পুরী ও অন্ধ্রপ্রদেশের নারসাপুরের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড়টি। সেই সময় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার এবং দমকা হাওয়ার সর্বোচ্চ বেগ ১১০ কিলোমিটার হতে পারে। এর প্রভাবে ইতিমধ্যেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে।



আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি-সহ অন্যান্য জেলাতেও বৃষ্টি হবে। উপকূলবর্তী এলাকায় ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। শনিবারও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সপ্তাহে আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে।

শাহর অরুণাচল সফরের আগে মণিপুর হিংসা ও সিয়াং প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন যুব কংগ্রেসের

ইটানগর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অরুণাচল প্রদেশ সফরের আগে মণিপুরের জাতিগত হিংসা এবং প্রস্তাবিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চাইল যুব কংগ্রেস। সংগঠনের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তার জোহনি বলেন, উত্তর-পূর্বের নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও মানুষের অধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির জবাব দিতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে।



মণিপুরে ২০২৩ সালের হিংসার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, প্রাণহানি, ঘরবাড়ি ধ্বংস ও হাজার হাজার মানুষের বাস্তুচ্যুতির পরও স্থায়ী শান্তি ফেরেনি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির নিরাপদে ঘরে ফেরার ব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।

অন্যদিকে, সিয়াং উপত্যকায় প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে স্থানীয়দের আপত্তির প্রসঙ্গ তুলে আদিবাসী পরিচয়, পৈতৃক জমি ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানান জোহনি। প্রকল্পের আগে বাসিন্দাদের সম্মতি নেওয়ার বিষয়েও কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান জানান তিনি।

উল্লেখ্য, শুক্রবার থেকে তিন দিনের অরুণাচল সফরে অমিত শাহের একাধিক সরকারি কর্মসূচি ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

মণিপুরে সেনার সাঁজোয়া গাড়ি নদীতে, নিহত দুই জওয়ানকে শেষ শ্রদ্ধা রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রীর

ইম্ফল : মণিপুরের ইম্ফল পূর্ব জেলায় সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি নদীতে পড়ে দুই সেনাকর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া। বৃহস্পতিবার ইম্ফল বিমানবন্দরের এয়ার কার্গো টার্মিনালে নিহত সেনা ক্যাপ্টেন হনুমান রাম (২৯) এবং সিপাহি মালি জয়েশ হিম্মতকে (২৪) শেষ শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লা ও মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং।



সেনাবাহিনীর ৮ বিহার রেজিমেন্টের এই দুই জওয়ানের শেষ বিদায় অনুষ্ঠানে রাজ্যের নিরাপত্তা উপদেষ্টা, মুখ্যসচিব, অতিরিক্ত পুলিশ মহানির্দেশক-সহ সেনাবাহিনী, অসম রাইফেলস, সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং মণিপুর পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সমাজমাধ্যমে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের সেবায় নিহত দুই সেনাকর্মীর অবদান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।

বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ ইম্ফল পূর্ব জেলার লামলাই চাল্লো এলাকায় ইটাম নদীতে পড়ে যায় সেনাকর্মীদের বহনকারী সাঁজোয়া গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ক্যাপ্টেন হনুমান রামের। আহত হন সিপাহি মালি জয়েশ হিম্মত, সিপাহি রাকেশ সরপাতে (৩৭) এবং অগ্নিবীর অখিলেশ কুমার শাহ (১৯)। পরে ইম্ফলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় হিম্মতের। বাকি দুই আহত সেনাকর্মীর চিকিৎসা চলছে।

অসমে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ১২ মার্চ থেকে, সূচি প্রকাশ পর্ষদের

গুয়াহাটি : ২০২৭ সালের অসম উচ্চমাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করল অসম রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ (এএসএসইবি)। আগামী ১২ মার্চ থেকে পরীক্ষা শুরু হয়ে চলবে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু নিজের এক্স হ্যান্ডলে পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করেন।

প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, ১২ মার্চ ইংরেজি পরীক্ষার মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে। ১৩ মার্চ এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট এবং ১৫ মার্চ আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও বিকল্প ইংরেজির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা দু'টি পর্যায়ে নেওয়া হবে। সকালের পরীক্ষা সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বিকেলের পরীক্ষা দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে। এদিকে, লিখিত পরীক্ষার আগে ১৮ থেকে ২৪ জানুয়ারি ৫০ নম্বরের দক্ষতাভিত্তিক বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে। ৩০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা চলবে ২৭ থেকে ৩০ জানুয়ারি। সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেই ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হবে।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

বৃহস্পতিবার, ২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৯ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

সীমান্ত সুরক্ষায় আপস নয়

গালওয়ান সংঘর্ষের পর লাদাখ সীমান্তে ভারতের সামরিক প্রস্তুতির চরিত্র বদলেছে। দুর্গম পাহাড়ে সেনা মোতায়েন থেকে শুরু করে সড়ক, সুড়ঙ্গ, বিমানঘাঁটি ও আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তার;সীমান্ত নিরাপত্তা এখন আর শুধু সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নয়, হয়ে উঠেছে জাতীয় কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে পরিকাঠামোর পাশাপাশি কূটনৈতিক সতর্কতা এবং সীমান্তবাসীর আস্থাও সমান জরুরি। ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষ ভারতকে একটি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। চিনের সঙ্গে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) বরাবর শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রশ্নে শুধু কূটনৈতিক আশ্বাসের উপর নির্ভর করে থাকা যায় না। দুর্গম পাহাড়ি সীমান্তে দীর্ঘদিন সেনা মোতায়েন রাখা, দ্রুত অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো এবং প্রতিকূল আবহাওয়ায় রসদ সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী সামরিক প্রস্তুতি। গত কয়েক বছরে ভারতের সীমান্ত পরিকাঠামোয় যে পরিবর্তন এসেছে, তার পেছনে এই উপলব্ধিই বড় ভূমিকা নিয়েছে।

একসময় সীমান্তবর্তী এলাকায় সড়ক নির্মাণ, সেতু তৈরি কিংবা সুড়ঙ্গ খননের কাজ দীর্ঘসূত্রতার শিকার হতো। পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ছিল সীমিত। অথচ পাহাড়ি সীমান্তে একটি রাস্তা বা সেতুর গুরুত্ব সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি। জরুরি পরিস্থিতিতে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানও সামরিক অভিযানের গতিপথ বদলে দিতে পারে। সেই বিবেচনায় নতুন সড়ক, সুড়ঙ্গ, সেতু ও বিমানঘাঁটির নির্মাণ ভারতের প্রতিরক্ষা কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। এখন দুর্গম সীমান্তে সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়ার সক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক বেশি।

তবে সীমান্ত সুরক্ষাকে কেবল সামরিক পরিকাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির অস্তিত্ব, সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা এবং উন্নয়নের সুযোগও জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও কর্মসংস্থানের অভাবে বহু সীমান্তবর্তী জনপদ জনশূন্য হওয়ার পথে এগিয়েছে। এই প্রবণতা কৌশলগত দিক থেকেও উদ্বেগের। কারণ সীমান্তের শেষ প্রান্তে মানুষের বসতি টিকে থাকা মানে সেই ভূখণ্ডের সঙ্গে রাষ্ট্রের সামাজিক ও প্রশাসনিক সংযোগ অটুট থাকা।

তাই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিমানবন্দর, হেলিপ্যাড, হাসপাতাল, স্কুল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেখতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দারা সীমান্তের ভৌগোলিক বাস্তবতা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত। তাঁদের সঙ্গে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর আস্থার সম্পর্ক গড়ে উঠলে সীমান্ত নজরদারিও আরও কার্যকর হতে পারে। সীমান্তবাসীকে শুধু নিরাপত্তার সহায়ক হিসেবে দেখা নয়, তাঁদের নাগরিক অধিকার, জীবিকা ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেওয়াও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

একই সঙ্গে সীমান্তে মোতায়েন সেনাকর্মীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন অপরিহার্য। লাদাখের মতো প্রতিকূল পরিবেশে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সেনাদের শারীরিক ও মানসিক চাপের মুখে পড়তে হয়। উন্নত বাঙ্কার, নির্ভরযোগ্য পানীয় জল, চিকিৎসা পরিষেবা, উপযুক্ত শীতবস্ত্র ও আধুনিক বডি আর্মার তাই কোনও বিলাসিতা নয়, যুদ্ধপ্রস্তুতির মৌলিক শর্ত। উন্নত অ্যাটাক হেলিকপ্টার, যুদ্ধবিমান, পরিবহণ বিমান এবং নজরদারি ড্রোনের ব্যবহার সীমান্তে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর সক্ষমতা বাড়িয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে এই প্রযুক্তির সমন্বয় প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

সামরিক প্রস্তুতির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে নেতৃত্বের ভূমিকা। দিল্লিতে বসে সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী, সেনাপ্রধান ও বিমানবাহিনীর প্রধানের সীমান্ত পরিদর্শন এবং সেনাকর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নীতিনির্ধারণে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। তবে পরিদর্শন বা ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোর কাজের ধারাবাহিকতা, বরাদ্দ অর্থের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রকল্পের সময়মতো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাই আসল পরীক্ষা।

চিনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভারতকে একই সঙ্গে সতর্কতা ও কূটনৈতিক সংযম বজায় রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কিছুটা ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হলেও সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও নিশ্চিত নয়। কূটনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলেই সীমান্তে সতর্কতা কমিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। দুই দেশের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে সীমান্তে স্থিতাবস্থা, পারস্পরিক সম্মান এবং পূর্বসম্মত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন জরুরি।

আফগানিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে পাকিস্তান, দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তায় বাড়ছে নতুন উদ্বেগ

প্রদীপ দেশমুখ্য

কাবুলকে কৌশলগত মিত্র হিসেবে ব্যবহার করার চার দশকের পাকিস্তানি নীতি এখন উল্টো ফল দিচ্ছে। তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-কে কেন্দ্র করে দুই দেশের সংঘাত সীমান্তে গোলাগুলি, বিমান হামলা ও কূটনৈতিক টানাপোড়েনে পৌঁছেছে। এর প্রভাব শুধু ইসলামাবাদ ও কাবুলে সীমাবদ্ধ নয়, ভারত-সহ গোটা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা সমীকরণেও তৈরি হচ্ছে নতুন অনিশ্চয়তা।

দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সম্পর্ক এক নতুন সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। যে আফগানিস্তানকে একসময় পাকিস্তান নিজের পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা এবং ভারতের বিরুদ্ধে কৌশলগত ভারসাম্য তৈরির হাতিয়ার হিসেবে দেখত, সেই দেশই এখন ইসলামাবাদের জন্য নতুন নিরাপত্তা-উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। চার দশক ধরে আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তারের যে নীতি অনুসরণ করেছে পাকিস্তান, তার পরিণতি এখন উল্টো দিকে মোড় নিচ্ছে।

১৯৮০-এর দশকে সোভিয়েতবিরোধী লড়াই থেকে শুরু করে ১৯৯০-এর দশকে তালিবানের প্রথম শাসন এবং ২০২১ সালের আগস্টে তালিবানের পুনরায় ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন;প্রতিটি পর্যায়েই আফগানিস্তানে অনুকূল সরকার প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের সামরিক ও কৌশলগত মহলে এই ধারণা 'স্ট্র্যাটেজিক ডেপথ' বা কৌশলগত গভীরতা নামে পরিচিত। অর্থাৎ, ভারতের সঙ্গে বড় সংঘাতের পরিস্থিতিতে পশ্চিমে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ আফগানিস্তান পাকিস্তানের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও কৌশলগত সুবিধা তৈরি করবে।

কিন্তু সেই হিসাব এখন আর মিলছে না। তালিবান ক্ষমতায় ফেরার পর পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্কে যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল, তা ক্রমশ প্রকাশ্য সংঘাতে পরিণত হয়েছে। তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বা টিটিপির কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ সবচেয়ে বেশি তীব্র হয়েছে। সীমান্তে বারবার সংঘর্ষ, আফগান ভূখণ্ডে পাকিস্তানের বিমান হামলা, তার জবাবে আফগানিস্তানের পাল্টা পদক্ষেপ এবং দীর্ঘ সময় সীমান্ত বন্ধ রাখার মতো ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে।

২০২৬ সালের অক্টোবর মাসে দুই দেশের সীমান্তে একাধিকবার সংঘর্ষের খবর সামনে এসেছে। ১৯ অক্টোবরের পর অন্তত তিন দফা সংঘর্ষের কথা জানা যায়। ২৭ ও ২৮ অক্টোবর আঙ্গুর আদ্দা এলাকায় মর্টার, কামান ও হালকা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে নতুন করে সংঘর্ষ হয়। পাকিস্তানি পক্ষের ১৩ জনের বেশি হতাহতের খবরও প্রকাশিত হয়। ৩১ অক্টোবর ইসলামাবাদ সতর্ক করে জানায়, সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদী হুমকি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। অন্যদিকে কাবুলের অভিযোগ, পাকিস্তান আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করছে। এর আগে কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতিও কয়েক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়নি। দোহা বা ইস্তানবুলে আলোচনা, তারপর সমঝোতা ভেঙে যাওয়া এবং ফের সংঘর্ষ;এটাই যেন দুই দেশের সম্পর্কের নতুন চক্র।

এই সংঘাতের তাৎক্ষণিক কারণ সন্ত্রাসবাদ হলেও এর গভীরে রয়েছে সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। পাকিস্তানের অভিযোগ, টিটিপি এবং ক্রমশ বালোচ বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিও আফগান ভূখণ্ড ব্যবহার করে পাকিস্তানে হামলার পরিকল্পনা ও সংগঠন করছে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশে তৈরি ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত সময়ের একটি পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে বলা হয়েছে, টিটিপির প্রতি তালিবান নেতৃত্বের অব্যাহত সমর্থন পাকিস্তানে হামলার সংখ্যা ও প্রাণঘাতী ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

অন্যদিকে তালিবান সরকারের অভিযোগ, পাকিস্তান বিমান হামলার মাধ্যমে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করছে এবং তালিবানবিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে আশ্রয় ও মদত দিচ্ছে। কাবুলের মতে, টিটিপির প্রশ্নকে সামনে রেখে পাকিস্তান একটি দুর্বল প্রতিবেশীর উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডুরান্ড লাইন নিয়ে পুরনো বিরোধ। ১৮৯৩ সালে নির্ধারিত এই সীমান্তরেখাকে আফগানিস্তান কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে সীমান্তের অবস্থান ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই দেশের বিরোধ নতুন করে সামনে এসেছে।

পাকিস্তানের জন্য দুই সীমান্তের চাপ

আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সবচেয়ে বড় কৌশলগত প্রভাব পড়ছে পাকিস্তানের উপর। এতদিন পাকিস্তানের সামরিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ভারতের সঙ্গে পূর্ব সীমান্ত এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম সীমান্তে একই সময়ে সামরিক চাপ এড়ানো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সুবিধা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমে প্রায় ২,৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও দুর্গম সীমান্তে অনুপ্রবেশ, গোলাগুলি এবং জঙ্গি কার্যকলাপ মোকাবিলা করতে হচ্ছে পাকিস্তানকে। খাইবার পাখতুনখোয়া ও বালোচিস্তানে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানও অব্যাহত রাখতে হচ্ছে। অন্যদিকে পূর্ব সীমান্তে নিয়ন্ত্রণরেখার পরিস্থিতি এখনও সংবেদনশীল। ২০২৫ সালের অপারেশন সিঁদুরের স্মৃতিও দুই দেশের নিরাপত্তা সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে সেনা, গোয়েন্দা সংস্থা, বিমান প্রতিরক্ষা এবং সামরিক রসদের একটি বড় অংশ পশ্চিম সীমান্তে ব্যস্ত রাখতে হচ্ছে। দুই সীমান্তে একযোগে উত্তেজনা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে পরিণত না হলেও তার আর্থিক ও সামরিক মূল্য কম নয়। দীর্ঘদিনের নিরাপত্তা পরিকল্পনায় যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল ইসলামাবাদ, তা এখন চ্যালেঞ্জের মুখে।

আঞ্চলিক শক্তিগুলির উদ্বেগ

পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাতের প্রভাব দক্ষিণ এশিয়ার বাইরেও ছড়াতে পারে। রাশিয়া, চিন, ইরান, মধ্য এশিয়ার দেশগুলি এবং ভারতের প্রত্যেকেরই আফগানিস্তানকে ঘিরে নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু কোনও দেশই চায় না, দুই প্রতিবেশীর সংঘাতের ফলে আফগানিস্তান আবার আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলির নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হোক।

চিনের উদ্বেগ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বালোচিস্তানে অস্থিরতা বাড়লে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর বা সিপিইসি-র নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। অন্যদিকে আফগানিস্তানে টিটিপি ও ইসলামিক স্টেট খোরাসান প্রভিন্সের (আইএসকেপি) সক্রিয়তা চিনের পশ্চিমাঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি করছে। ইরানও আফগানিস্তানের সঙ্গে জলবণ্টন, শরণার্থী এবং সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যার মুখোমুখি। ফলে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হলে তার প্রভাব গোটা অঞ্চলে পড়বে।

আরও বড় আশঙ্কা জঙ্গি সংগঠনগুলির পারস্পরিক যোগাযোগ ও বিস্তারের সুযোগ। টিটিপি, বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি, আইএসকেপি এবং আল-কায়দার অবশিষ্ট নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে সরাসরি কোনও জোট না থাকলেও দুই দেশের সংঘাত তাদের কার্যকলাপের সুযোগ বাড়াতে পারে। সীমান্তে সমন্বিত সন্ত্রাসবিরোধী নজরদারি দুর্বল হলে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, আশ্রয় এবং যোগাযোগের নেটওয়ার্ক আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিজেপি জমানায় ত্রিপুরায় সরকারি কর্মীর সংখ্যা ১.৬৫ থেকে কমে এক লক্ষের নিচে, দাবি মানিক সরকারের

আগরতলা : বিজেপির শাসনে ত্রিপুরায় সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০১৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার সময় রাজ্যে সরকারি কর্মীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬৫ হাজার। বর্তমানে সেই সংখ্যা এক লক্ষেরও নীচে নেমে এসেছে বলে দাবি করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআই(এম) নেতা মানিক সরকার।

বুধবার এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ তোলেন তিনি। বিশেষ করে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে ৫০ হাজার শূন্যপদ পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিজেপি সরকার তা কার্যকর করেনি বলে অভিযোগ তাঁর। মানিক সরকার স্মরণ করিয়ে দেন, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির নির্বাচনী ভিশন



ডকুমেন্টে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ক্ষমতায় আসার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই সরকারি শূন্যপদ পূরণের প্রস্তাব অনুমোদন করা হবে।

তাঁর কথায়, ২০১৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার সময় সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬৫ হাজার। এখন তা এক লক্ষেরও নীচে নেমে গিয়েছে। বিজেপি সরকারের প্রায় ন'বছরের শাসনকালের হিসাব তুলে ধরে এই মন্তব্য করেন তিনি। সরকারি কর্মী ও বেকার যুবকদেরও নির্বাচনের আগে বিজেপি বিভ্রান্ত করেছিল বলে অভিযোগ করেন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য। তাঁর দাবি, সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরকার তা পূরণ করেনি। বিজেপির নির্বাচনী ভিশন ডকুমেন্টে থাকা মোট ২৯৩টি প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি।

আসন্ন ২৭ নভেম্বরের পুর ও নগর স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক দলের বিরুদ্ধে আরও সরব হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেওয়া এবং ভয়ভীতি ও হিংসার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার অভিযোগ করেন তিনি।

কোহিমার ৮ স্কুল তামাকমুক্ত ঘোষণা, বিক্রেতাদের লাইসেন্সে কড়াকড়ির প্রস্তাব



কোহিমা : পড়ুয়াদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার রুখতে নাগাল্যান্ডের কোহিমা জেলার আটটি স্কুলকে তামাকমুক্ত ঘোষণা করল প্রশাসন। পাশাপাশি স্কুলের আশপাশে তামাকজাত পণ্যের বিক্রি নিয়ন্ত্রণ এবং বিক্রেতাদের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে আরও কঠোর বিধি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বুধবার কোহিমার জেলাশাসকের কার্যালয়ে জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সমন্বয় কমিটির ত্রৈমাসিক বৈঠকে এই ঘোষণা করা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জেলাশাসক বি হেনক বুশেম।

তামাকমুক্ত ঘোষিত স্কুলগুলি হল লেইরির গভর্নমেন্ট মিডল স্কুল, রুসোমার গভর্নমেন্ট হাই স্কুল, কোহিমার লিভিং ট্রি প্রি-স্কুল ও লিভিং ট্রি স্কুল, তসিয়েসেমার গভর্নমেন্ট মিডল স্কুল, নেরহেমার গভর্নমেন্ট মিডল স্কুল, নেরহেমা মডেলের গভর্নমেন্ট হাই স্কুল এবং খোনোমার ক্রিশ্চিয়ান ওয়েলফেয়ার স্কুল।

বৈঠকে জেলাশাসক জানান, স্কুলের কাছাকাছি তামাকজাত পণ্য বিক্রির বিষয়টি বিবেচনা করেই বিক্রেতাদের লাইসেন্স দেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরির জন্য কোহিমা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল, চেম্বার অব কমার্স, খাদ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধিদের নিয়ে উপ-কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। খুচরো বিক্রেতাদের পাশাপাশি পরিবেশকদেরও লাইসেন্সের আওতায় আনার দাবি উঠেছে।

জেলা শিক্ষা আধিকারিক এমিলো প্যাটন জানান, প্রতিটি স্কুলকে একজন করে প্রয়োগকারী আধিকারিক নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। তাঁদের কাজের মাসিক রিপোর্ট জমা দিতে হবে জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে। বৈঠকে জানানো হয়, নাগাল্যান্ডের প্রাপ্তবয়স্কদের ৪৩.৩ শতাংশ তামাক ব্যবহার করেন। রাজ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ তামাক ব্যবহারকারী রয়েছেন। বিশেষ করে গুটখা-সহ চিবিয়ে খাওয়ার তামাকের ব্যবহার এবং ক্যানসারের ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সদস্যরা। তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় পরিবার ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর আর্থিক চাপের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।

পাশাপাশি কোটপা আইনে জরিমানা কার্যকরের বিধি নিয়েও আলোচনা হয়। এ বিষয়ে আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শিলচরে সমবায় ব্যাঙ্কের ভাড়ার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাসপেন্ড জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট

শিলচর : সমবায় ব্যাঙ্কের দোকানভাড়ার টাকা সরকারি অনুমতি ছাড়াই নিজের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা নেওয়ার অভিযোগে কাছাড়ের সমবায় দফতরের এক জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অভিযুক্ত নুরুল আমিন লস্করের বিরুদ্ধে ৮২ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। বিভাগীয় তদন্তে ১০টি অনলাইন লেনদেনের তথ্য সামনে এসেছে।

১৮ নভেম্বর জারি করা সাসপেনশন অর্ডারে এই নির্দেশ দেন কাছাড়ের জেলা সমবায় উপ-নিবন্ধকের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক উত্তম দাস। অভিযোগ, শিলচরের ক্লাব রোডের বানিপাড়ায় ক্যাপিটাল পয়েন্টে অবস্থিত অবলুপ্তির প্রক্রিয়াধীন শিলচর আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের দোকানগুলি থেকে মাসিক ভাড়া আদায় করলেও কোনও সরকারি রসিদ দিতেন না লস্কর। শ্লোক ট্রেডার্সের প্রিয়াঙ্কা রায় ও শ্রী বিনায়ক ফ্রুটস কোম্পানির মালিক সুব্রত ধর এই অভিযোগ দায়ের করেন। ৭ নভেম্বরের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১৮ জুন থেকে ২০২৬ সালের ৩ মে পর্যন্ত ১০টি অনলাইন লেনদেনে মোট ৮২ হাজার টাকা লস্করের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। কয়েকটি লেনদেনের বিবরণে দোকানভাড়ার উল্লেখও রয়েছে।

তদন্তে দেখা গিয়েছে, ওই অর্থের কোনও সরকারি রসিদ দেওয়া হয়নি। এমনকি ব্যাঙ্কের অবলুপ্তি সংক্রান্ত হিসাবেও টাকার জমার কোনও নথি নেই। প্রাক্তন লিকুইডেটর মুনীন্দ্র কুমার বৈশ্য এবং এক্স-অফিসিও লিকুইডেটর নুরুল হাসান মজুমদার জানিয়েছেন, ভাড়া আদায়ের কোনও অনুমতি লস্করকে দেওয়া হয়নি।

অসমে সড়ক দুর্ঘটনা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি, ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ অভিযান : মুখ্যমন্ত্রী

সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে ঘটছে ২৫ শতাংশ দুর্ঘটনা, নজরদারিতে পরিবহণ দফতর ও পুলিশ

গুয়াহাটি : অসমে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। দুর্ঘটনা রুখতে রাজ্যজুড়ে যানবাহনের ওপর নজরদারি এবং ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করেছে সরকার। পরিবহণ দফতর ও অসম পুলিশের যৌথ উদ্যোগে শুরু হওয়া এই বিশেষ অভিযান চলবে আগামী ১৫ জানুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত। এরপর অভিযানের সাফল্য পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করা হবে।



গত ১৮ নভেম্বর নিজের এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে মোট সড়ক দুর্ঘটনার ২৫ শতাংশই ঘটে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। এই পরিসংখ্যানকে বিশেষ উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করে ওই সময়ে নজরদারি বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, অভিযানে বিশেষভাবে যানবাহনের যান্ত্রিক ফিটনেস পরীক্ষা, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো প্রতিরোধ এবং ট্রাফিক আইন কার্যকর করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। রাস্তায় চলাচলকারী প্রতিটি যানবাহন যান্ত্রিকভাবে নিরাপদ কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে নিয়মভঙ্গকারী চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ইতিমধ্যেই পরিবহণ দফতর ও পুলিশের তৎপরতা বেড়েছে। সরকারের লক্ষ্য, দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি চালক ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ১৫ জানুয়ারি অভিযান শেষ হলে দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান ও গৃহীত পদক্ষেপের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কালাইন বাজারে যানজটে নাকাল মানুষ, ট্রাফিক পুলিশের দেখা নেই, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

কালাইন : পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের উদাসীনতায় কাছাড় জেলার কালাইন বাজারে যানজট এখন নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ১৫ ঘণ্টা ধরে যানজটের কবলে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে কালাইন বাজার তেমাথা থেকে পোস্ট অফিস পর্যন্ত শিলচর-কালাইন সড়কে পরিস্থিতি ভয়াবহ। অথচ ব্যস্ততম এই এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণে নেই কোনও ট্রাফিক পুলিশ। ফলে অবৈধ পার্কিং ও যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করানোর দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ পথচারী ও যানবাহন চালকরা।

কাটিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা কালাইনকে বরাক উপত্যকার প্রবেশদ্বার বলা হয়। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াতের এই বাজারে রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে অটো পার্কিং করে রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি পাইকারি সব্জি ব্যবসায়ীদের বড় বড় ট্রাক ব্যস্ত সড়কের উপর দাঁড় করিয়ে মালপত্র ওঠানামা করানোর ফলে শিলচর ও বদরপুরগামী সড়কে যান চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ছে।

এর সঙ্গে বেপরোয়া ওভারটেকিং পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। এমনকী যানজটের কবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না অ্যাম্বুলেন্সও। এত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়



ট্রাফিক পুলিশের অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে। অন্যদিকে, শাসকদল বিজেপির স্থানীয় নেতাকর্মীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। মণ্ডল কার্যালয়ের সামনে এবং মণ্ডলের সহসভাপতি অসিতবরণ দের বাড়ির আশপাশেই যানজটের সূত্রপাত হলেও তাঁদের কার্যকর কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না বলে অভিযোগ।

ভুক্তভোগীদের প্রশ্ন, বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটার পরই কি প্রশাসনের টনক নড়বে? অবিলম্বে স্থায়ী ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন, অবৈধ পার্কিং বন্ধ এবং সড়কের উপর পণ্য ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

উত্তরপ্রদেশ ভোটের আগে কৃষ্ণজন্মভূমি ইস্যুতে সক্রিয় বিজেপি, মথুরায় ফের করসেবার পরিকল্পনা



লখনউ : উত্তরপ্রদেশে আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মথুরার কৃষ্ণজন্মভূমি ও শাহী ঈদগাহ মসজিদ সংক্রান্ত বিতর্ককে রাজনৈতিক প্রচারে গুরুত্ব দিতে চাইছে বিজেপি। মথুরায় দলের সাম্প্রতিক দু'দিনের চিন্তন শিবিরে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রের খবর। একই সঙ্গে অযোধ্যার রামমন্দির আন্দোলনের পর হিন্দুত্ববাদী কর্মীদের ফের সংগঠিত করার কৌশলও নেওয়া হচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে প্রত্যাশিত ফল পায়নি বিজেপি। অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের পরও ফৈজাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে দলের পরাজয় রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজ্যে দশ বছর ক্ষমতায় থাকার ফলে প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভাব এবং দলের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধও শাসক শিবিরের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণজন্মভূমি ইস্যুকে সামনে এনে হিন্দুত্ববাদী ভোটারদের সক্রিয় করার চেষ্টা হতে পারে বলে পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারণা।

মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান মন্দির চত্বরের পাশেই রয়েছে শাহী ঈদগাহ মসজিদ। হিন্দু পক্ষের দাবি, মসজিদটি প্রাচীন কেশবনাথ মন্দিরের জমিতে নির্মিত। অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আইনি ও সামাজিক বিরোধ চলছে। ১৯৬৮ সালের একটি সমঝোতা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট জমি ও স্থাপনার ব্যবহার নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যবস্থা হয়েছিল। বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে একাধিক মামলা আদালতে বিচারাধীন।

মথুরার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় গো-গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত বিজেপির চিন্তন শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বি এল সন্তোষ, রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরী, রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা বিনোদ তাওড়ে এবং উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য ও ব্রজেশ পাঠক উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন, ৬ ডিসেম্বর, মথুরায় করসেবার কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মীদের আমন্ত্রণ জানানোর কথাও সামনে এসেছে। উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবকেও কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে এই উদ্যোগ নিয়ে বিরোধী শিবিরের প্রতিক্রিয়া এবং প্রশাসনের অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয়।

রাজনৈতিকভাবে বিষয়টি সংবেদনশীল হওয়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নও সামনে আসছে। অতীতে অযোধ্যা আন্দোলনকে ঘিরে সংঘাতের স্মৃতি এখনও রাজনৈতিক বিতর্কে ফিরে আসে। ফলে মথুরার কর্মসূচি ঘিরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং আদালতে বিচারাধীন বিষয়ের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব প্রশাসনের ওপরই বর্তাবে। এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নজর থাকবে।

'খাও-দাও-মৌজ করো আমাদের সংস্কৃতি নয়' সঞ্চয়ে জোর দিতে নির্দেশ মোদির



নয়াদিল্লি : সঞ্চয়ই এদেশের সংস্কৃতির শিকড়ে অবস্থিত। 'খাও-দাও-মৌজ করো' এটা ভারতীয় সংস্কৃতি নয়। সুতরাং সকলের উচিত সঞ্চয়ে জোর দেওয়া। এমনই মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি নির্দেশ দিলেন সঞ্চয়ের জন্য সকলকে উৎসাহিত করতে। ২০১১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ৫০ কোটি মানুষ দারিদ্রমুক্ত হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন মোদি। তিনি মন্ত্রীদের সতর্ক করেছেন, তাঁরা আর্থিক শৃঙ্খলা অনুশীলন করতে ব্যর্থ হলে মানুষকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে অর্জিত এই অগ্রগতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রানুসারে এমনটাই জানা যাচ্ছে।

নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক চলেছে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। আর সেখানে মোদির কথায় উঠে আসে ২০১৪ সালে প্রথমবার মসনদে বসার পর সংসদের প্রথম ভাষণের কথা। তিনি মনে করান, তখনই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সরকার দরিদ্রের প্রতি অনুপ্রাণিত।

উল্লেখ্য, দেশের আর্থিক অবস্থা নিয়ে একাধিক আশাপ্রদ পরিসংখ্যান দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক। সমীক্ষা বলছে, ২০১১-১২ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ পর্যন্ত এই ১২ বছরে ভারতে দারিদ্রসীমার ঊর্ধ্বে উঠেছে প্রায় ৪৯.৬ কোটি মানুষ। প্রধানমন্ত্রী এ বছরের দিওয়ালি কাটিয়েছেন ছত্তিশগড়ের বাস্তারে। সেখানেই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, দিন কয়েক আগেই একটি খুশির খবর এসেছে। যে খবর নিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনা হচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক একটা রিপোর্ট দিয়েছে। ১২ বছরে ৫০ কোটি মানুষ অতি গরিবি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, গত ১২ বছরে এই সরকার গরিব কল্যাণকারী সমস্ত প্রকল্পের উন্নয়নের গতি অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর আমলের গরিবি হটাও স্লোগানকে কটাক্ষ করে মোদি বলছেন, গরিবি হটাও স্লোগান দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। সরকারের ইচ্ছাশক্তির উপর সব নির্ভর করে।

'আকভান'-এর আতঙ্কে পর্যটকশূন্য পুরী, নিরাপদ আশ্রয়ে সরানো হল ১ লক্ষ মানুষ

পুরী : ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে বিপর্যস্ত ওড়িশার জনজীবন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পুরীতে শুরু হয়েছে ভারী বৃষ্টি। শুক্রবার গোপালপুরের কাছে ঘূর্ণিঝড়টির স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওড়িশার নিচু ও বিপজ্জনক এলাকা থেকে এক লক্ষের বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। ২১ নভেম্বর পর্যন্ত পুরীতে পর্যটকদের আসতে নিষেধ করেছে প্রশাসন। বন্ধ রাখা হয়েছে গুন্ডিচা মন্দিরও। মোতায়েন করা হয়েছে এনডিআরএফ ও ওডিআরএফ বাহিনী। স্কুলে ছুটি ঘোষণা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা গণহত্যায় মায়ানমারকে দায়ী করল আন্তর্জাতিক আদালত



দ্য হেগ : ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর মায়ানমারের সেনাবাহিনীর অভিযানকে গণহত্যা বলে স্বীকৃতি দিল আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)। বৃহস্পতিবার নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে দেওয়া ঐতিহাসিক রায়ে ৯-৬ ভোটে আদালত জানায়, উত্তর রাখাইন প্রদেশে 'ক্লিয়ারেন্স অপারেশন'-এর সময় রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছে মায়ানমার। রাষ্ট্রসংঘের সর্বোচ্চ আদালতের এই প্রথম কোনও রাষ্ট্রকে গণহত্যার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করার ঘটনা। রায়ের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশ-সহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা কি এবার নিরাপদে নিজেদের ভিটেয় ফিরতে পারবেন?

আদালতের সভাপতি বিচারপতি ইউজি আইওয়াসাওয়া রায় পাঠ করে জানান, ২০১৭ সালের অভিযানে মায়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করে। ব্যাপক যৌন হিংসা চালানো হয়, চরম নির্যাতনের শিকার হয় শিশুরাও। প্রাণ বাঁচাতে পালানোর সময়ও বহু রোহিঙ্গার উপর হামলা হয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ধ্বংস করার অভিপ্রায় ছাড়া এই কর্মকাণ্ডের অন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। ৯-৬ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গণহত্যা সনদ লঙ্ঘনের দায়ও মায়ানমারের উপর বর্তেছে।

রায়ে মায়ানমারকে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ, অপরাধীদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচার, এবং পুনরাবৃত্তি রোধের নিশ্চয়তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গাদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করতে হবে। নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ তৈরি করা এবং পরিবারগুলির পুনর্মিলনের বিষয়টিও রায়ের নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পদ্ধতি পরে নির্ধারণ করবে আদালত।

২০১৭ সালের সেনা অভিযানের পর সাত লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আশ্রয় নেন। বর্তমানে কক্সবাজার-সহ বিভিন্ন শিবিরে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী রয়েছেন। মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংঘাত ও নিরাপত্তাহীনতা অব্যাহত থাকায় তাঁদের প্রত্যাবর্তনের বাস্তব পরিস্থিতি এখনও অনিশ্চিত। আন্তর্জাতিক আদালতের রায় বাধ্যতামূলক হলেও তা কার্যকর করানোর সরাসরি ক্ষমতা আদালতের নেই।

রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর গাম্বিয়া আইসিজেতে মামলা দায়ের করে। ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদ লঙ্ঘনের অভিযোগে করা মামলাটিতে ৫৭টি ইসলামিক রাষ্ট্র সমর্থন জানায়। মায়ানমার অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছিল, অভিযান ছিল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ।

বাণিজ্য ঘাটতি থেকে ইরানকে অস্ত্র, ট্রাম্প-জিনপিং বৈঠকে কী পেল ওয়াশিংটন, কী পেল বেজিং?



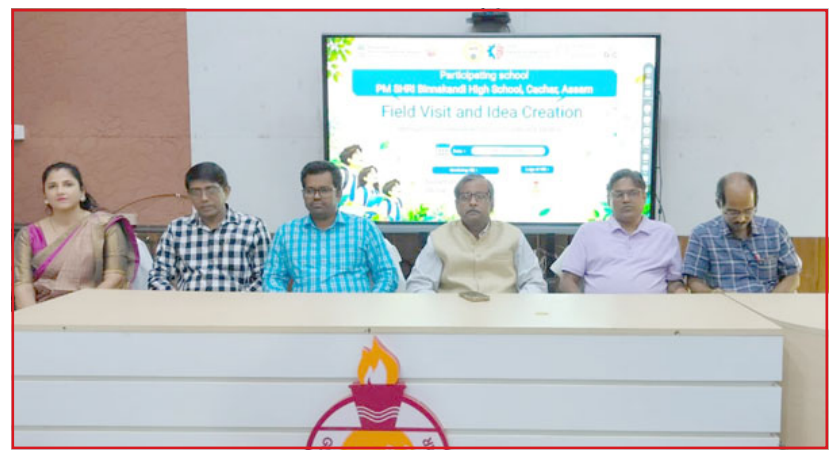
শেনজেন : মার্কিন-চিন বাণিজ্যিক টানাপড়েন এবং ইরানকে চিনের সামরিক সহায়তার অভিযোগের আবহে বৈঠকে বসলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। দক্ষিণ চিনের শেনজেনে আয়োজিত এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন (এপেক) শীর্ষসম্মেলনের আগে বৃহস্পতিবার দুই রাষ্ট্রনেতার এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বৈঠকে দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতিতে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন জিনপিং। পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে চিন-আমেরিকা সম্পর্ককে সঠিক পথে পরিচালিত করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, দীর্ঘদিনের বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে চিনকে আরও বেশি মার্কিন কৃষিপণ্য কেনার অনুরোধ জানিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন বাজারে চিনা পণ্যের আধিপত্য নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে ওয়াশিংটনের। তবে বাণিজ্যিক বিরোধ মেটাতে বৈঠকে কোনও স্থায়ী সমাধানসূত্র মিলেছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

এদিকে, বৈঠকে ইরান প্রসঙ্গও গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে সংঘাতের আবহে তেহরানের সঙ্গে চিন ও রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ওয়াশিংটনের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি রিপোর্টে ইরানকে চিনের সামরিক সহায়তা এবং গোপনে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে। যদিও এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক সমঝোতার কথা প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে বৈঠকে দুই দেশ শেষ পর্যন্ত কী পেল, তা নিয়ে জল্পনা অব্যাহত।

গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল ইনোভেশন কাউন্সিলের শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম কর্মসূচি





শিলচর : গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল ইনোভেশন কাউন্সিল-এর উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণা, উদ্ভাবন, দক্ষতা বিকাশ এবং নতুন ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে বুধবার একটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও দক্ষতা বিকাশমূলক পরিকাঠামো সম্পর্কে অবগত হন। সমাজের বিভিন্ন চিন্তাপ্রবণ ও সমসাময়িক বিষয়কে কেন্দ্র করে নতুন ধারণা সৃষ্টি এবং উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করাই ছিল এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের পরিচালক ড. সুভাষ দেবনাথ। স্বাগত ভাষণে তিনি স্কুল ইনোভেশন কাউন্সিলের মূল পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির তাৎপর্য তুলে ধরেন। পাশাপাশি SIC-এর নির্ধারিত পাঁচটি পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

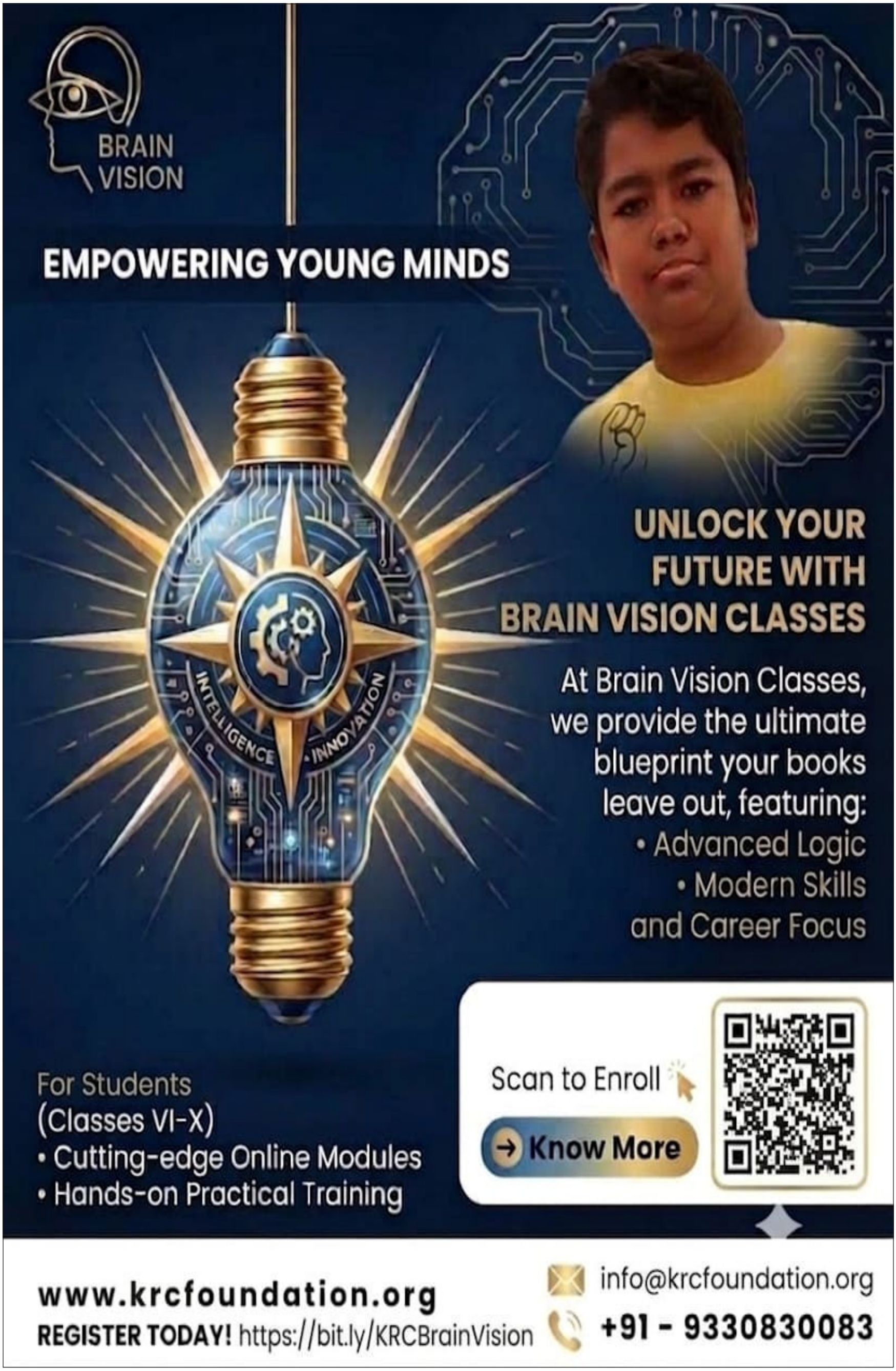
অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিরঞ্জন রায় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁদের (জঙ্ঘ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। বিকশিত ভারত গঠনে তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবনী চিন্তা, সৃজনশীলতা ও দক্ষতার গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি পঞ্চকোষ বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধকও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং তাঁদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. দীপঙ্কর চক্রবর্তী (সঞ্চালক), IQAC-এর পরিচালক ড. কৃষ্ণ চন্দ্র দাস, শৈক্ষিক নিবন্ধক ড. নীলেন্দু ধর, রিসোর্স পার্সন ড. সৌমিত্র নাথ, ড. ফাতিমা জোহরা এবং ভূতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান চন্দন পাল চৌধুরী। এরপর শুরু টেকনিক্যাল সেশ্যন। এই সেশ্যনে রিসোর্স পার্সন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. সৌমিত্র নাথ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণামুখী মানসিকতা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং দক্ষতা বিকাশের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির পাশাপাশি বিকশিত ভারত গঠনে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা পালনের বার্তা দেওয়া হয়।গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও গবেষণামূলক দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে একটি কার্যক্রম নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্য সংগ্রহ, স্বল্পব্যয়ে প্রোটোটাইপ তৈরি ও পরীক্ষার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত সমাধান উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জল সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তি, কৃষি ও স্বাস্থ্য এবং ভারতীয় জ্ঞানচর্চার মতো বিষয়কে প্রকল্পের সম্ভাব্য ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্পের প্রতিবেদন প্রস্তুতি, তথ্য বিশ্লেষণ, গবেষণার নৈতিকতা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনাও শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়েছে। এরপর স্কুল পড়ুয়ারা একে একে নৃতত্ত্ব বিভাগ, বায়োটেকনোলজি বিভাগ, রসায়ন বিভাগ, ভূতত্ত্ব বিভাগ ও জীব বিজ্ঞান বিভাগ পরিদর্শন করে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।


BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard